হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র প্রশংসা সূচক গুণাবলীর বর্ণনার মাঝে ইয়ামামায় সাহাবাকেরাম রিযওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিমদের মহান কুরবাণীর অতীব ঈমানোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

৩ জুন ২০২২

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র বর্ণনা চলছিল; এ পর্যায়ে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ)'র সহিত মুসায়লামা কায্যাব এর যুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা চলছিল। এ যুদ্ধে আনসারদের পতাকা হযরত সাবেত বিন কায়েস এর হাতে এবং মুহাজেরীনদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রাঃ)'র নিকটে ছিল। হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব লোকেদের বলেন; তোমরা দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত থেকে শত্রুদের ওপরে আক্রমণ করে এগিয়ে যাও। তিনি আরও বলেন; খোদার কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আর কথা বলব না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাদের পরাস্ত না করেন। অথবা আমি আল্লার দরবারে পৌঁছে যাব; আমি লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যাব। হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রাঃ)'র বিষয়ে জানা যায় যে তিনি হযরত উমর (রাঃ)'র বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। প্রাথমিক যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি গণ্য হতেন। তিনি বদর সহ পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিলেন। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের পরবর্তী সময়ে হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত মাইন বিন আদি আনসারী (রাঃ)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়েছিলেন; এবং এই দুজনেই ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে যখন হযরত খালিদ (রাঃ) সৈন্যবাহিনীর বিন্যাস করেন; তখন সেই বাহিনীর একাংশের সেনাপতি হিসাবে হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রাঃ)কে নিযুক্ত করেন। ঐরূপে সেই যুদ্ধের মুহাজেরীনদের পতাকাও তাঁর হস্তে অর্পন করা হয়। তিনি পতাকা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন ও সেইসঙ্গে বীরত্বের সহিত যুদ্ধও করতে থাকেন এমনকি শহীদ হয়ে যান; পতাকা তাঁর হাত হতে পড়ে যায়। অতঃপর হযরত সালেম মওলা আবি হুযায়ফা (রাঃ) পতাকা ধরে নেন। এসময় হযরত যায়েদ (রাঃ) মুসায়লামার একজন বিশেষ সাহায্যকারী রজ্জাল বিন আনফু নামের একজন সাহসি ঘোড় সওয়ারকে হত্যা করেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন মরিয়ম হানফি নামের একজনের হাতে; পরবর্তীতে যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। একবার যখন হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বলেন যে, তুমি আমার ভাইকে হত্যা করেছিলে; তখন সে বলে, হে আমিরুল মোমেনিন! আল্লাহ্তায়ালা আমার হাত হতে হযরত যায়েদ (রাঃ) কে রক্ষা করেছিলেন ও তাঁর হাতে আমাকেও অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। একথার অর্থ এই যে; তিনিও শহীদের মর্যাদা লাভ করেছেন এবং আমারও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। যখন হযরত যায়েদের শাহাদতের সংবাদ হযরত উমর (রাঃ)'র নিকটে আসে; তিনি বলেন-যায়েদ দুটো নেকীর বিষয়ে আমার থেকে এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ সে আমার চাইতে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আমার পূর্বেই শাহাদৎ লাভ করেছে। মালেক বিন নুয়াইরাকে যখন হযরত খালেদ (রাঃ) হত্যা করেন তখন তার ভাই মুতাম্মিম বিন নুয়াইরা তার ভাইয়ের মৃত্যুতে কবিতা রচনা করে; কারণ ভাইয়ের সহিত তার অতীব মধুর সম্পর্ক্য ছিল। একবার যখন হযরত উমরের সহিত তার সাক্ষাৎ হয় এবং সে হযরত উমর (রাঃ)'র সামনে ভাইয়ের বিয়োগে দূঃখ ভারাক্রান্ত কবিতা পড়ে শোনায়; তখন হযরত উমর (রাঃ) তাকে বলেন; যদি আমি কবিতা রচনা করতে জানতাম তাহলে তোমার মত;

আমার ভাই যায়েদের জন্যও আমি কবিতা রচনা করতাম। এরপরে মুতাম্মিম নিবেদনপূর্বক বলে যে, যদি আমার ভাইয়ের মৃত্যু ঐরূপ অসাধারণ হত যেরূপ মৃত্যু আপনার ভাইয়ের হয়েছে অর্থাৎ সে শহীদ হত; তাহলে আমি কখনও দূঃখিত হতাম না। হযরত উমর (রাঃ) বলেন অতীব সুন্দর ও চমৎকৃত ভাবে যেরূপে তুমি আমার ভাইয়ের প্রশংসা করলে; এভাবে এর পূর্বে কেউ করেনি। হযরত উমর (রাঃ) বলতেন; যখন এরূপ পূবালী হাওয়া প্রবাহিত হয়, তখন যায়েদের স্মৃতি আমার অন্তরে সতেজ হয়ে ওঠে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, যাইহোক; যুদ্ধের বর্ণনা চলছে। মুসায়লামা কায্যাব এখনও সুরক্ষিত থেকে শত্রুদের মনোবল সুদৃঢ় করছে। অতঃপর হযরত খালিদ এরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যতক্ষণ মুসায়লামাকে হত্যা করা না হবে, যুদ্ধ স্থগিত হবে না। এজন্যই হযরত খালিদ একাই তার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং এক এক জনকে এককভাবে তার সহিত যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করেন। সুতরাং যে কেউই তাঁর সামনে আসে; তিনি তাকেই হত্যা করেন। অতঃপর তিনি মুসায়লামাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন; কিন্তু সে তার সঙ্গী-সহ পালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় হযরত খালিদ নিজ বাহিনীকে উচ্চস্বরে আদেশ করেন; তোমরা অবহেলা করবে না, এগিয়ে এস এবং কাউকেও ছাড়বে না; এদের মধ্যে কেউ যেন বাঁচতে না পারে। এরপরে মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাহাবাগণ এরূপ ক্ষেত্রে এমনই ধৈর্য্য ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন; যার উদাহরণ পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে; এমনকি মুসলমানরা বিজয়লাভ করে তথা শত্রুবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর পিছনে ধাওয়া করে তাদের হত্যা করতে থাকে; আগে শত্রুরা পলায়ন করতে থাকে আর পেছন থেকে মুসলিম সৈন্য তাদের গর্দানে তালোয়ার দ্বারা আক্রমণ করে একের পর এক হত্যা করতে থাকে। এমনকি তারা বাধ্য হয়ে একটি বাগানে লুকিয়ে যায়। এ বাগানটি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং চতুস্পার্শ দেওয়াল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এ বাগানটি যুদ্ধক্ষেত্রের অতীব নিকটে ছিল এবং যার মালিক ছিল স্বয়ং মুসায়লামা। মুসায়লামাও তার সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে সেই বাগানে লুকিয়ে যায়। বাগানে প্রবেশের পর তারা সদর দরজা বন্ধ করে দেয়; মুসলিম বাহিনী সেই বাগানকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অতঃপর তাঁরা বিভিন্ন দিক দিয়ে সেই বাগানে প্রবেশের পথ খুঁজতে থাকে; কিন্তু এ বাগানটি অত্যন্ত মজবুত ভাবে দূর্গের ন্যায় ঘেরা ছিল। সুতরাং অনেক চেষ্টার পরও সৈন্যবাহিনী বাগানের ভেতরে যাওয়ার কোন রাস্তাই খুঁজে পায় না। পরিশেষে হযরত বরাহ বিন মালিক; যিনি হযরত আনাস বিন মালিক এর ভাই ছিলেন; বললেন, হে মুসলমানগণ! এখন কেবলমাত্র একটিই পদ্ধতি রয়েছে যে; তোমরা আমাকে উঠিয়ে প্রাচীর পার করে বাগানের মধ্যে নিক্ষেপ কর, আমি ভেতর থেকে দরজা খুলে দেব। পরন্তু মুসলমানরা এটা কোনক্রমেই সহ্য করতে পারছিলেন না যে; হাজার হাজার দুশমনদের মাঝে তাঁরা একজন উচ্চ-পর্যায়ের সাহাবীকে ফেলে তাঁর জীবন নষ্ট করে ফেলেন। সুতরাং তাঁরা এমনটি করতে অস্বীকৃতি জানান। পরন্তু হযরত বরাহ্ বিন মালিক এ সিদ্ধান্তে জোর দেন ও বলেন যে, তোমাদেরকে আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি যে, আমাকে বাগানের ভেতরে ফেলে দাও। পরিশেষে বিবশ হয়ে সাহাবীগন তাঁকে বাগানের প্রাচীরে চড়িয়ে দেন। প্রাচীরের ওপরে চড়ার পর যখন হযরত বরাহ্ বিন মালিক ভেতরে ভারী সংখ্যায় শত্রুদেরকে দেখেন তো কয়েক মূহুর্ত্তের জন্য তিনিও স্তম্ভিত হয়ে যান; কিন্তু পুনরায় তিনি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়েন। শত্রুদের সহিত সংঘর্ষ করে তাদের হত্যা করতে করতে তিনি বাগানের দরজার দিকে এগোতে থাকেন। অন্ততঃ সেই দরজা খুলতে তিনি সফল হন। মুসলিম বাহিনী দরজার বাইরে অপেক্ষারত ছিলেন; যেমন-ই দরজা খোলা হয়, তাঁরা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে শত্রুদের হত্যা করতে শুরু করেন। হাজার হাজার শত্রুদের হত্যা করা হয়। মুসলিম বাহিনী মুর্তাদদের হত্যা করতে করতে মুসায়লামা কায্যাবের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বহশী বিন হার্‌ব্; যে ওহুদের যুদ্ধে হযরত হামজা কে শহীদ করেছিল; মুসায়লামার দিকে এগিয়ে যায় তথা সে তার সেই বল্লমটি যেটি সে হযরত হামজার প্রতি ছুঁড়েছিল; সেটি মুসায়লামার দিকে ছুঁড়ে দেয়; যেটি মুসায়লামার শরীরের এপার ওপার হয়ে যায়। দ্রুত গতিতে আবু দজানা তার দিয়ে এগিয়ে যান, তার ওপরে তলোয়ারের আঘাত হানেন; পরিশেষে সে সেখানেই মারা যায়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; ইয়ামামা যুদ্ধের বর্ণনা অন্য আরেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে; এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাহস ও বীরত্বের বর্ণনা এমনটি রয়েছে যে; দুই গোত্রের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, এমনকি দুই দলের সৈন্যবাহিনী ভারী সংখ্যায় মৃত্যুবরণ করে তথা আহত হয়। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথমে মালিক বিন অওস শহীদ হন। এ যুদ্ধে কুরআনের হাফিজগণও ভারী সংখ্যায় শহীদ হন। দুই বাহিনীর ভেতর প্রবল যুদ্ধ হয়; এমনকি মুসলিম বাহিনী মুসায়লামার সেনাবাহিনীর সহিত ও মুসায়লামার বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ভেতরে মিশে একাকার হয়ে যায়। সালিম মওলা আবু হুযায়ফা নিজ পদদ্বয়ের গোড়ালী মাটি খুঁড়ে তাতে বসিয়ে দেন; তাঁর নিকটে মুহাজেরদের পতাকা ছিল; হযরত সাবিত ঐরূপ মাটি খুঁড়ে নিজ পদদ্বয় তাতে প্রবেশ করান; তাঁর নিকটে অনুরূপ আনসারদের পতাকা ছিল। অতঃপর দুজনেই নিজ নিজ পতাকা শক্ত হাতে ধরেন। এক সময়ে সালিম শহীদ হয়ে যান; তথা আবু হুজায়ফাও শহীদ হন। হযরত আবু হুজায়ফার মাথা হযরত সালিমের পায়ের দিকে ও সালিম (রাঃ)'র মাথা হযরত আবু হুজায়ফার পায়ের দিকে থাকা অবস্থায় দুজনের দেহ মাটিতে পড়ে যায়। হযরত সালিম শহীদ হওয়ার পর; তাঁর হাতের পতাকা কিছু সময় পড়ে থাকে। অতঃপর হযরত ইয়াজিদ বিন কাইস, যিনি বদরী সাহাবী ছিলেন তিনি এগিয়ে যান ও পাতাকা তুলে নেন; এমনকি তিনিও শহীদ হয়ে যান। অতঃপর হযরত হাকাম বিন সঈদ বিন আস সেই পতাকা তুলে নেন। তিনি হাতে পতাকা নিয়ে সারাদিন যুদ্ধ করতে থাকেন। অতঃপর তিনিও শহীদ হয়ে যান। বহশী'র কথায় সারাদিন ভীষণ যুদ্ধ হয়; তিনবার মুসলমানরা সঙ্কটজনক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়। চতুর্থবার মুসলমানরা পাল্টা আক্রমণ চালায়; এবারে মুসলমানরা তাদের অবস্থানকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্তাআলা মুসলমানদেরকে নিজ সহায়তা প্রদান করেন তথা বনী হানিফাকে পরাজিত করেন ও মুসায়লামাকে ধ্বংস করেন। বহসী বলেন যে আমি সেদিন নিজ তলোয়ার খুব বেশী করে চালিয়েছিলাম; এমনকি তলোয়ারের রক্তে আমার হাত পর্যন্ত রঞ্জিত হয়ে যায়। হযরত ইবনে উমর বলেন বলেন যে আমি হযরত আম্মারকে একটি পাহাড়ী টিলার ওপর চড়তে দেখি। তিনি চীৎকার করে বলছিলেন; হে মুসলমানের দল! তোমরা কি জান্নাত হতে পালিয়ে যাচ্ছ। আমি আম্মার বিন ইয়াসির; তোমরা আমার দিকে এগিয়ে এস। বর্ণনাকারী বলেন; আমি দেখতে পাই যে, তাঁর কান কেটে ঝুলছিল। আবু খাসিমা নাজারী বলেন যে, যখন মুসলমান সৈনিকগণ ইয়ামামার যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; তখন আমি একদিকে সরে যাই। আর আমার চোখের সামনে এই দৃশ্য ছিল যে; আবু দজানার ওপরে বনু হানিফার একটি দল সমবেতভাবে আক্রমণ চালায়, সেই অবস্থায় তিনি সামনে তলোয়ার চালনা করছিলেন; নিজের ডান দিকেও তলোয়ার চালাচ্ছিলেন তথা নিজের বাম দিকেও তলোয়ার চালনা করছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; আমি এ সময়ে পাকিস্তানের জন্য দোয়া করতে চাই। সাধারণভাবে তো সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়; তার ওপরে আবার আহমদীদের দিকেও তাদের ক্ষতিকারক লক্ষ্য রয়েছে, বিরোধীতা বাড়তেই আছে। তারা পুরাতন কবরকেও পর্যন্ত তুলে ফেলতে দ্বিধাবোধ করে না। তারা অতীব দুষ্ট প্রকৃতির লোক; আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে ধরাশায়ী করুন। ঐরূপভাবে আলজিরিয়ার আহমদীদের জন্যও দোওয়া করুন। তাঁরাও আজকাল কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। আফগানিস্থানের আহমদীদের জন্যও দোওয়া করুন। আল্লাহ্তাআলা সকলের ওপরে নিজ কৃপা নাযেল করুন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এসময়ে আমি কিছু মৃত ব্যক্তির বর্ণনা করতে চাই। অতঃপর আমি তাদের জানাযার নামাযও পড়াব। প্রথম বর্ণনা মুকাররম নাসীম মেহদী সাহেব মুবাল্লিগ সিলসিলার। গত কিছুদিন পূর্বে তাঁর উনসত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়েছে। তিনি ১৯৭৬ সালে জামেআ থেকে বের হয়েছিলেন। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে মুবাল্লিগ সিলসিলার দায়িত্বে পাঠানো হয়। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নায়েব ওকীলুত তাবশীর পদেও নিযুক্ত করা হয়। সেই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে তিনি লণ্ডনে আসেন; এখানে তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮৫ থেকে ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মুবাল্লিগ এর পদে তথা এর পরে তিনি মুবাল্লিগ ইনচার্য-কানাডা'র

পদে অধিষ্ঠিত থেকে জামাতের সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। এর মাঝে তিনি কানাডার আমীরের পদেও নিজ দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ থেকে ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুবাল্লিগ ইনচার্য, আমেরিকার পদে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে মিশন হাউস বাইতুল ইসলাম কানাডা থেকে উঠে এসে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়; এ উদ্দেশ্যে ২৪ একর জমি কেনা হয়; এবং তা ঐ কাজে লাগানো হয়। এ পরিস্থিতিতে অধিক সংখ্যক আহমদীগণ কানাডা থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি এ সমস্ত নব-বসবাসরত আহমদীদের অনেক প্রকারের সহায়তা করেন; ঐ সমস্ত লোকেরা তাঁর নিকট আজও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। তাঁর চেষ্টায় টরোণ্টোতে ও কৈলগিরীতে দুটি বিশালাকায় মসজিদ নির্মাণ করা হয় তথা অন্যান্য জামাতেও সেণ্টার স্থাপিত হয়। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; আমার মনে হয়, ভ্যাঙ্কুভার-এর মসজিদটিও তাঁর যুগে তৈরী হয়েছিল। অতএব এই দুটি মসজিদ তো রয়েছেই। ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সময়কালেই আল্লাহ্‌তাআলার কৃপায় জামেয়া আহমদীয়া কানাডার শুভারম্ভ হয়েছে। এম.টি.এ. নর্থ আমেরিকা স্টেশন স্থাপনকালে তাঁর বৃহৎ সহযোগিতা ছিল। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা তথা কর্মকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করুন।

নাসিম মেহেদী সাহেবকে অর্ডার অফ অণ্টোরিওর পদক ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়া হয়; যা রাজ্যের সবচাইতে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত পুরস্কার। এ পুরস্কার যেকোন ক্ষেত্রে সফলতা তথা স্বর্ণিম যোগদানের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে।

একবার জলসা সালানার বক্তব্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালিস (রহঃ) সুইজারল্যাণ্ডে জামাতীয় মিশন স্থাপনের প্রয়াসের ক্ষেত্রে নাসীম মেহদী সাহেবের নাম উল্লেখ করে বলেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে এর পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমার সঙ্গে পরামর্শের পরে তিনি আট হাজার ফোল্ডার সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ে বসবাসরত প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন।

এর পরে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) আজীজম মুহম্মদ আহমদ শারম রাবওয়া তথা মুকাররম রশীদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী মরহুমা সলীম কমর সাহেবারও গুণাবলীর বর্ণনা করেন এবং জুমআর নামাজের পর তাঁর জানাযা পড়ান।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

3 JUNE 2022

DISTRIBUTED BY

AHMADIYYA MUSLIM MISSION

.....P.O.....

Distt: .....W.B.

Prepared by MANSURAL HAQUE

MUBALLIG-IN-CHARGE; DISTT-ALIPURDUAR, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

TO,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _